মঙ্গলকামনা

আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন

জন মার্টিন

গত ২২ শে ফেব্রুয়ারীর ঢাকার একটি ঘটনা। এমন ঘটনা প্রতিদিন ঘটে। কিন্তু এবারের ঘটনাটি একটু বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। ঘটনাটি আমাদেরও উৎকণ্ঠায় ফেলেছিল। আনিসুল হক সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তার কপালে, চোখের কোণে কেটে গেছে। হাঁটুর ভিতরে লোহার রড ঢুকেছে। খবরটি পড়ে সাড়াদিন আতঙ্কে কাটিয়েছি। আনিসুল হকের যখম কত মারাত্মক? কপাল আর চোখের ক্ষতটি কি শুধু বাইরের? মাথার ভিতরে কি কোন ক্ষত হয়েছে? কেমন যেন ভয় পেয়ে বসেছিল। পরের দিন আর খবরের কাগজ পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কি জানি পত্রিকায় ঐ 'আ' শব্দাট যদি 'নি' হয়ে যায়? আমরা কি করব? ঝাঁকে ঝাঁকে লোক তখন আনিসুল হকের বাড়ীতে যাবে। কেই কেই হু হু করে কাঁদবে। প্রথম আলোর আঙ্গিনা শোক আর আহাজারিতে ভরে উঠবে। এই সবই হবে- কারন এই অতি দরিদ্র দেশটি আরো দরিদ্র হতো বলে । কিছু কিছু মানুষের বেঁচে থাকা দরকার। আনিসুল হক তাদের মধ্যে একজন। তার অনেক দিন বেঁচে থাকা দরকার।

আনিসুল হকের এই দূর্ঘটনার কথা শুনে আমরা সবাই কেন শঙ্কিত হয়েছি? অনেক গুলো কারনের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে যে আনিসুল হক একজন গুনী মানুষ। এই মানুষটি বাংলাদেশ নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেন তা অনেককে দিনের প্রথম আলোর মত উদ্ভাসিত করে। আমরা আনিসুল হকের শারীরিক কষ্টের কথা জেনে দু:খিত হয়েছি। অনেকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আনিসুল হক যদি আহত না হয়ে নিহত হতেন তাহলে এই সিডনীতি একটি শোক সভা হোত। আর সেই শোক সভায় প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তার কাছ ক্ষমা চাইতাম। তাকে মানষিক ভাবে ক্ষত বিক্ষত করার জন্য।

গত বছর আনিসুল হক সিডনীতে এসেছিলেন তার গুন মুগ্ধ পাঠকদের সাথে দেখা করার জন্য। আনিসুল হক ভীষন খুশী হয়েছিলেন শুধু পাঠক নয় তার পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পেরে। কত কথা কত স্মৃতি! সব কথা কি একদমে বলা যায়? আর বন্ধুরা কি কেবল মঞ্চে উঠে বা অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করে বন্ধুত্বের তৃষ্ণা মিটাবে? উহু.. ওটা হবার নয়। আনিসুল হক যেমন তৃষ্ণার্ত তেমনি তৃষ্ণার্ত তার প্রবাসী পরিচিত মানুষগুলো। আনিসুল হক সেই পরিচিত মুখগুলোকে অনুরোধ করলেন তাকে নিয়ে খোলা কোন জায়গায় যেতে। যেখানে প্রান খুলে হাসা যাবে কথা বলা যাবে। আনিসুল হক কি সিডনীতে টিএসসির সেই সবুজ চত্বর খুঁজছিলেন? কিন্তু এখানে তো আর হাকিমের দোকানের চা পাওয়া যাবে না! তবে নিশ্চয় বারবিকিউ করা যাবে। সব ঠিক হলো। পরের দিন সকালে বন্ধুরা তাকে আনতে গেলেন। বাড়ীতে ঢুকেই দেখলেন আনিসুল হক ভীষন গম্ভীর। কারন যারা তাকে সিডনীতে আসার ব্যবস্থা করেছেন তারা তাদের নির্ধারিত জায়গা ছাড়া কোথাও তাকে যেতে দিবেন না। আনিসুল হক হতভম্ব। তার বন্ধুরা বিস্মিত! ততক্ষনে আয়োজক সেখানে এসে উপস্থিত। এখনই আনিসুল হক কে তার লাগেজ সহ অন্য বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। তারা কিছু গুরুত্বপূর্ন এপয়েন্টমেন্ট করেছেন সেখানে যেতে হবে । আনিসুল হক অনুরোধ করলেন ঐ মিটিংএ যেন সে তার বন্ধুদের নিয়ে যেতে পারেন। তাহলে অন্তত বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসা বন্ধুদের কাছে লজ্জা পেতে হবে না। কারন বাইরে ঘোরার পরিকল্পনাটি উনিই করেছিলেন। না..তাতেও কাজ হলো না। আয়োজকদের পরিকল্পনার বাইরে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। এবার আনিসুল হক সত্যিই অপমানিত বোধ করলেন। রাগ, অপমান আর লজ্জায় আয়োজকে কিছু কথা বললেন (সেটা না হয় না-ই শুনলাম)। আনিসুল হক উপরের রুমে চলে গেলেন। ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট উপরে একা বসে রইলেন। কারো সাথে কথা বললেন না। ততক্ষনে নীচ তলায় আয়োজক তর্কে মেতে উঠলেন আনিসুল হকের আমন্ত্রিত বন্ধু-পরিচিত জনের সাথে। সিডনীতে সেদিন আনিসুল হকের এভাবে রক্তাক্ত হবার ঘটনা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কারন উনি শারিরীক ভাবে অসুস্থ হন নি। আমরা মানষিক আঘাতকে তো গুরুতর মনে করি না। কিন্তু সে দিনও ট্রাকের ধাক্কায় নয়- কিছু অসংবেদনশীল মানুষের অদ্ভুত মানসিকতা আর আচরনে আনিসুল হক মানষিক ভাবে আহত হয়েছিলেন। আনিসুল হক ভীষন ভদ্র একজন মানুষ। তাই অন্যকে লজ্জিত হবার সুযোগ দিলেন না। তিনি নিজেই লজ্জিত হলেন তার আমন্ত্রিত পরিচিত মুখগুলোর কাছে। কিন্তু সেই আয়োজকদের সেই বন্ধুরা বোঝাবে কি করে যে তারা ঐ গুনী মানুষটিকে বাড়ীতে দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়নি বা তার

সাথে ছবি তুলে পড়ে সেটা বাঁধিয়ে ড্রইংরুমেও লাগাতে চায়নি । তাদের সেদিনের আয়োজন ছিল কেবলই পুরোন দিনের স্মৃতির যাবর কাটা । এর বেশী কিছু নয় ।

আনিসুল হক আহত হয়ে সিডনী ছাড়লেন । ঢাকায় গিয়ে উনি নিশ্চয় কোন হাসপাতালে ভর্তি হননি । কোন মনোবিজ্ঞানীর ও সাহায্য নেননি । কিন্তু সিডনীর যে ক্ষত নিয়ে গেলেন- তা কি শুকিয়েছে? পুরো ঘটনাটির জন্য সেই বন্ধুরা ভীষন লজ্জিত এবং মনে প্রানে আপনার সুস্থতা কামনা করছে । আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন ।

পুনশ্চ:

১. মৃত গুনী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো খুব সহজ কাজ । এই মানুষগুলো বেঁচে থাকা অবস্থায় তাদের তাদের বেঁচে থাকাকে আরো একটু আনন্দময় করে তোলা কি খুব কঠিন?

২. আনিসুল হকের দুর্ঘটনার দুটি লিংক:

http://bhorerkagoj.net/online/news.php?id=36119&sys=1
http://www.prothom-alo.com/fcat.news.details.php?issuedate=2008-03-03&fid=Mjg=&nid=MjA4OTA=

জন মার্টিন
অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক
probashimartins@gmail.com